গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
শৃঙ্খলা শাখা

স্মারক নম্বরঃ ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.০৩২.১৭(অংশ-১)- ৫৬ তারিখঃ /০৬/২০১৯খ্রি

বিষয়ঃ ডা: হংসুপতি সিকদার, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) রামপাল, বাগেরহাট (পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলায় কর্মকালীন) -এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর বিধি-৩ এর দফা (খ) মোতাবেক **'অসদাচরণ (Misconduct)'** -এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু।

অভিযোগনামা

যেহেতু, আপনি ডা: হংসুপতি সিকদার, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) রামপাল, বাগেরহাট, পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলায় কর্মরত থাকার সময় বেগম সিনথিয়া ইসলাম,স্বামী- জনাব মোহাম্মদ আরাফাত খান, গ্রাম-সাতকাছিমা,উপজেলা-নাজিরপুর, জেলা- পিরোজপুর গত ১২/১২/২০১৭খ্রি: তারিখ সন্ধ্যা ৭টায় গর্ভকালীন সেবা /প্রসব সেবার জন্য আপনার কাছে গেলে আপনি গর্ভবতী বেগম সিনথিয়াকে নিউ সুন্দরবন প্রাইভেট ক্লিনিকে সিজারের জন্য যেতে বলেন,

যেহেতু, ডা: ইকবাল হোসেন, মেডিকেল অফিসার (ক্লিনিক), মা ও শিশু কল্যান কেন্দ্র,পিরোজপুর এর পরামর্শ অনুযায়ী বেগম সিনথিয়া গত ১৩/১২/২০১৭খ্রি: তারিখে পিরোজপুর মা ও শিশু কল্যান কেন্দ্রে ভর্তি হন। তাকে স্যালাইন ও ইনজেকশন দেয়া হয়, ক্যাথেটার পরানো হয় এবং সিজার করার জন্য ওটি টেবিলে নেয়া হয়। আপনি অপারেশন থিয়েটারে (ওটিতে) গিয়ে তাকে দেখতে পান এবং প্রাইভেট ক্লিনিকে না যাওয়ার কারণে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করেন। আপনি তাকে ওটি টেবিল থেকে নামিয়ে দেন, আয়াকে দিয়ে ক্যাথেটার খুলে ফেলেন এবং সিজার হবে না বলে জানিয়ে দেন;

যেহেতু, আপনি রোগীকে এ্যানেসথেসিয়া দেননি, ফলে রোগীর সিজার করা সম্ভব হয়নি। রোগীকে পিরোজপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া হয়, তাই রোগী আতংকিত হয়ে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে অন্য ক্লিনিকে গিয়ে সিজার করান; উল্লিখিত অভিযোগসমূহ দৈনিক 'কালের কণ্ঠ ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে,

যেহেতু, গর্ভবতী মা দের জিম্মি করে টাকার লোভে আপনি তাদেরকে প্রাইভেট ক্লিনিকে যেতে বাধ্য করেন এবং বিল পরিশোধ করতে না পারলে নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করেন;

আপনার এহেন কার্যকলাপ চরম অসততা, অমানবিকতা, দায়িত্বে চরম অবহেলার সামিল । তদুপরি আপনার উক্ত কার্যকলাপে মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রম তথা জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, বিভাগীয় ভাবমুর্তি ব্যাপকভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠ পর্যায়ের সেবা কার্যক্রমে চরম নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। আপনার এরুপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি-৩ এর দফা (খ) মোতাবেক **'অসদাচরণ (Misconduct)''** হিসেবে গণ্য; যা **শাস্তিযোগ্য অপরাধ;**

সেহেতু, আপনার এহেন কার্যকলাপের জন্য আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি-৩ এর দফা (খ) মোতাবেক **'অসদাচরণ (Misconduct)'** এর **অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলো । উক্ত অভিযোগের দায়ে কেন আপনাকে উল্লেখিত বিধিমালার ৪(৩)(ঘ) বিধি মোতাবেক 'সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত' করা হবে না বা উক্ত বিধিমালার আওতায় অন্য কোন উপযুক্ত দন্ড প্রদান করা হবে না,** সে সম্পর্কে আত্মপক্ষ সমর্থনে আপনার লিখিত জবাব এ অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো। যে সকল অভিযোগের ওপর ভিত্তি করে এ অভিযোগনামা প্রণয়ন করা হয়েছে, তার একটি বিবরণী এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হলো।

আত্মপক্ষ সমর্থনে আপনি ব্যক্তিগত শুনানিতে আগ্রহী কি-না, তাও আপনার লিখিত জবাবে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হলো।

(জি. এম. সালেহ উদ্দিন)
সচিব

ডা: হংসুপতি সিকদার
মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি)
রামপাল, বাগেরহাট।

৬৪

স্মারক নম্বরঃ ৫৯.০০.০০০০.১১৭.২৭.২৭.০২১.১৯-

তারিখঃ /০৬/২০১৯ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'ল (জেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
(নোটিশটি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের অয়েবসাইটে প্রকাশ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার ই-মেইলে প্রেরণ এবং তাঁর সর্বশেষ জ্ঞাত কর্মস্থল, বাসস্থান ও স্থায়ী ঠিকানায় রেজিষ্টার্ড ডাকযোগে প্রেরণপূর্বক (যদি বিলি না হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে সর্বশেষ জ্ঞাত কর্মস্থল, বাসস্থান ও স্থায়ী ঠিকানায় লটকায়ে জারিকরণপূর্বক ফেরতখামসহ) তার প্রতিবেদন অত্র বিভাগে প্রেরণের অনুরোধসহ)।

২। পরিচালক (প্রশাসন), পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, ৬, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
(তথ্যটি রেজিষ্টার/কম্পিউটারে সংরক্ষিত রাখার জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।

৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৪। উপ-পরিচালক, জেলা পরিবার পরিকল্পনা কার্যালয়, বাগেরহাট।

৫। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
(নোটিশটি ওয়েবসাইটে প্রকাশ এবং সম্ভব হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ই-মেইলে প্রেরণপূর্বক প্রতিবেদন অত্র শাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।

(মোহাম্মদ আলী)
সহকারী সচিব
ফোন-৯৫৪৫৬৬৭

অভিযোগ বিবরণী

ডা: হংসুপতি সিকদার, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) রামপাল, বাগেরহাট (পিরোজপুর জেলার সদর উপজেলায় কর্মকালীন) বেগম সিনথিয়া ইসলাম, স্বামী জনাব মোহাম্মদ আরাফাত খান, গ্রাম-সাতকাছিমা, উপজেলা-নাজিরপুর, জেলা- পিরোজপুর গত ১২/১২/২০১৭খ্রি: তারিখ সন্ধ্যা ৭টায় গর্ভকালীন/প্রসব সেবার জন্য তাহার কাছে গেলে তিনি গর্ভবতী বেগম সিনথিয়াকে নিউ সুন্দরবন প্রাইভেট ক্লিনিকে সিজারের জন্য যেতে বলেন,

ডা: ইকবাল হোসেন, মেডিকেল অফিসার (ক্লিনিক), মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র, পিরোজপুর এর পরামর্শ অনুযায়ী গর্ভবতী বেগম সিনথিয়া গত ১৩/১২/২০১৭খ্রি: তারিখে পিরোজপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্রে ভর্তি হন। তাকে স্যালাইন ও ইনজেকশন দেয়া হয়, ক্যাথেটার পরানো হয় এবং সিজার করার জন্য ওটি টেবিলে নেয়া হয়। ডা: হংসুপতি অপারেশন থিয়েটারে গিয়ে রোগীকে দেখতে পান এবং প্রাইভেট ক্লিনিকে না যাওয়ার কারণে তার সাথে খারাপ ব্যবহার করেন। তিনি তাকে ওটি টেবিল থেকে নামিয়ে দেন, আয়াকে দিয়ে ক্যাথেটার খুলে ফেলেন এবং সিজার হবে না বলে জানিয়ে দেন; তাহার এহেন কার্যকলাপ চরম অসততা, অমানবিকতা এবং দায়িত্বে চরম অবহেলার সামিল;

ডা: হংসুপতি রোগীকে এ্যানেসথেসিয়া দেননি, ফলে রোগীর সিজার করা সম্ভব হয়নি। রোগীকে পিরোজপুর মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়া হয়, তাই রোগী আতংকিত হয়ে মৃত্যুর ঝুকি নিয়ে অন্য ক্লিনিকে গিয়ে সিজার করান এতে যা মা ও শিশু স্বাস্থ্য এবং জরুরি প্রসুতি সেবা কার্যক্রম দারুনভাবে ব্যহত হয়েছে এবং বিভাগীয় তথা সরকারের ভাবমূর্তি ব্যাপকভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে ; উল্লিখিত অভিযোগসমূহ দৈনিক 'কালের কণ্ঠ ' পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়েছে,

গর্ভবতী মায়েদের জিন্মি করে টাকার লোভে তিনি রোগীদেরকে প্রাইভেট ক্লিনিকে যেতে বাধ্য করেন এবং বিল পরিশোধ করতে না পারলে নোংরা ভাষায় গালিগালাজ করেন।

তার এহেন কার্যকলাপে মাঠ পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা সেবা কার্যক্রম তথা জরুরি প্রসূতি সেবা কার্যক্রম চরমভাবে বাধাগ্রস্থ হয়েছে, বিভাগীয় ভাবমুর্তি ব্যাপকভাবে ক্ষুন্ন হয়েছে ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের সেবা কার্যক্রমে চরম নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। তার এরুপ কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি-৩ এর দফা (খ) মোতাবেক **'অসদাচরণ (Misconduct)''** হিসেবে গণ্য; যা **শাস্তিযোগ্য অপরাধ;**

২৯/৬/২০

(জি. এম. সালেহ উদ্দিন)
সচিব